দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০২৩

[মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পুনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাংলাদেশের উপকূলে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের লক্ষ্যে কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্দ্ধনমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে লাগসই বিভিন্ন কর্মসূচি, খাদ্য ও পুষ্টি যোগানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা তথা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যেখানে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার,স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার পাবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও লিঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।]

উপকূলে নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিষেবা

১.

সরকার, দাতাগোষ্ঠী, দেশি ও আন্তর্জাতিক এনজিও এবং সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় পানি ও স্যানিটেশন খাতে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। এই অর্জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতিতে অবদান রেখেছে। নিরাপদ পানি প্রাপ্তি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি পালনে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। যেমন, পানি সরবরাহ নিরাপদ হলেও পানির ব্যবহার, খাবার আগে ও মলত্যাগ করার পর হাত ধোয়ার বিষয়টি এখনও টেকসই হয়নি। ল্যাট্রিন পিট ভরে গেলে মল অপসারণের বিষয়টিতে ও অনেক অব্যবস্থাপনা রয়ে গেছে। ফলে সংক্রামক ব্যাধি ঠেকানো যাচ্ছে না। জনস্বাস্থ্য, শিশুর বৃদ্ধি ও মেধার উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ছে। দারিদ্র সীমার সর্বনিম্নস্তরের মানুষ বা প্রান্তিক মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুরা বেশি এই অবস্থার শিকার হচ্ছে। কারণ এমনিতে এই দুই শ্রেণির মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা কম থাকে তার উপরে যথাযথ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার অভাবে ডায়রিয়া ও অন্ত্রসংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। ঘন ঘন আক্রান্ত হওয়ার ফলে শিশুরা রক্তস্বল্পতা, কম ওজন ও খর্বকায় হয়ে বড় হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফের গুচ্ছ জরিপ বা মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (মিকস) পরিচালিত -২০১৯ সালের তথ্যে বলা হয়েছে, দেশের ৮৪ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ উন্নত শৌচাগার ব্যবহার করে। আর ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ অনুন্নত শৌচাগার ব্যবহার করছে। দেশের ১ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ এখনো উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে।

২. জনস্বাস্থ্যে এর প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর মানুষ শহরমুখী হওয়া-এসবের সমন্বিত প্রভাবে বাংলাদেশ পরিবেশ বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে। ঘনঘন বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। এতে টয়লেট উপচে নোংরা ছড়িয়ে খাবার পানির বিভিন্ন উৎস দূষিত হয়।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সাথী দস্তিদার (Assistant Professor at National Institute of Preventive and Social Medicine -NIPSOM) বলেন, বাংলাদেশে পাঁচ ভাগের তিন ভাগ শহরের মানুষ দূষিত উৎস থেকে খাবার পানি খায়। এই পানির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে উচ্চ মাত্রায় ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বন্ধ হলেও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন স্যানিটেশনের নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়, হেপাটাইটিস এ, টাইফয়েড, পোলিও এসব রোগের সংক্রমণের সঙ্গে দূষিত বা অপরিষ্কার পানি ও দুর্বল পয়োব্যবস্থার সম্পর্ক আছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান ও চর্চায় ঘাটতি রয়েছে। ন্যাশনাল হাইজিন বেসলাইন সার্ভের তথ্য মতে, মাত্র ৩৬ শতাংশ কিশোরী তার প্রথম ঋতুস্রাবের সময় বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকে। এতে দেখা যায়, মাত্র ১০ শতাংশ মেয়ে ঋতুকালে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করে। এ অবস্থা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬ অনুযায়ী মৌলিক স্যানিটেশন কভারেজ বা সর্বজনীন নিরাপদ স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

৩. বিডি ওয়াশ প্রকল্প কী?

বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর আর্থিক সহায়তায় 'গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) প্রকল্প' বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাছাইকৃত গ্রামীণ এলাকায় এসডিজি ৬.১ ও ৬.২ এর আলোকে নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে ল্যাট্রিন ব্যবহার সম্পর্কিত' পরিষেবার উন্নয়নে কাজ করা হবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এই প্রকল্পের দুইটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ, কবীরহাট ও সুবর্নচর, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ও লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলা ও রামগঞ্জ উপজেলার (চরবাটা, কান্তরবাজার, কবিরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, মান্দারী, রামগঞ্জ, চরজব্বর, থানারহাট, ধানসিঁড়ি) ১০টি শাখায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০২২ সালের জুন থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত এ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৭০০টি পরিবার স্যানিটেশন ও ৪০টি পরিবার নিরাপদ পানি সরবরাহ অবকাঠামো স্থাপনের জন্য ঋণ পাবে। এছাড়া অসহায় ও দুঃস্থ মানুষ বিনামূল্যে এ সেবা পাবেন। পর্যায়ক্রমে এই সেবা হাতিয়া ও মনপুরা উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

এই প্রকল্পে প্রচলিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার ও বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে । কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, কেবল স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করলেই সেটা জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় না। মূল বিষয় হচ্ছে, পিট বা সেপটিক ট্যাংক বর্জ্যশূন্য করা বর্জ্য অপসারণ, পরিশোধন ও ছড়িয়ে পড়তে না দেয়া। এই প্রকল্প অনুযায়ি, অফসেট পিট ল্যাট্রিনগুলোর দুইটি বিকল্প পিট থাকে, যে পিটটি দূরবর্তী অবস্থানে থাকে সেটাতে জীবাণুযুক্ত বর্জ্য নিষ্ক্রিয় হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে অথবা সেখান থেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মোতাবেক নিরাপদভাবে বর্জ্য স্থানান্তর করার সুযোগ থাকে।

এ প্রকল্পের কার্যকারীতা সম্পর্কে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নিবার্হী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম বলেন সাধারণভাবে গ্রামীণ এলাকায় বেশির ভাগ মল বর্জ্য সঠিক ভাবে স্থানান্তর করা হয় না এবং এর ফলে ভূগর্ভস্থ অগভীর পানির স্তর ও ভূমিস্থ পানির আধারগুলো সংক্রমণ হওয়াটা একটা দুঃশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে আমরা ডায়রিয়া, কলেরা কৃমিসহ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঠেকাতে পারছি না।

এর ফলে গ্রামীণ এলাকার ল্যাট্রিন স্থাপনের গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে পরিচ্ছন্ন ও জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে নিতে পারবে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা থেকে প্রায় ৭৫০টি পরিবার এই সুবিধা পাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও পানি সরবরাহ শুধু সুস্থ থাকার জন্য নয় এটা পরিবারের মর্যাদারও বিষয়।

ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী সুবর্ণচর উপজেলার চর জব্বর ইউনিয়নের শফিকুর রহমান বলেন, শহরের সুবিধা এতোদিন গ্রামে ছিলনা। পানির ট্যাংক এর মাধ্যমে ল্যাট্রিনে পানি সরবরাহ করার কারণে পায়খানা ও গোসল সুবিধাজনক হয়েছে। রোগবালাই কম হচ্ছে।

চরজব্বর ইউনিয়নের সুরমা মহিলা সমিতি সদস্য শিল্পী বেগম বলেন, একসময় ল্যাট্রিন বাড়ি থেকে দূরে ছিল ফলে রাতে যেতে ভয় লাগতো। এছাড়া বাড়ির সামনে পুরুষ মানুষ বসে থাকলে তখন ল্যাট্রিন ব্যবহার আমাদের জন্য অসুধিবাজনক ছিল। এখন ঘরের মধ্যে ল্যাট্রিন হওয়ার কারণে সেই সমস্যা নেই। পানি থাকার কারণে এটা পরিষ্কারও রাখতে পারছি। পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে না।

৪. সরকারের পরিকল্পনা

সত্তরের দশকেই জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামাঞ্চলে সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রির জন্য ল্যাট্রিন বানানোর নানা উপাদান তৈরি শুরু করে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্বব্যাংক এই কাজে যুক্ত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে দুই হাজারের বেশি ল্যাট্রিন তৈরির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সরকার, এনজিও ছাড়াও ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এই কাজে যুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় অনুচ্ছেদ ৬.১ ও ৬.২ এ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনে অভিগম্যতার বিষয়টি রয়েছে। এই এসডিজি ইতোমধ্যে আমাদের অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছে।

ওয়াশ প্রকল্পটি এসডিজি-৬ অর্জনে কাজ করবে; অর্থাৎ এর মূল লক্ষ্য হবে "সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এর প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা"। সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পটি ২০৩০ সাল নাগাদ সকলের জন্য নিরাপদ ও সামর্থ্যের মধ্যে পানীয় জলের সার্বিক ও সমসুযোগ সম্পন্ন অভিগম্যতা অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এই আইনটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক আইনকানুন, পরিবেশগত আদর্শ মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ প্রশমনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা ২০১১ স্বাস্থ্যের অভিগম্যতাকে অনুমোদিত মানবাধিকারের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সমমর্যাদা, লিঙ্গ সমতা, স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগণের অভিগম্যতাকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। গত পাঁচ দশকে পানি ও পয়োব্যবস্থার উন্নতিতে সব সময় রাজনৈতিক অঙ্গীকার দেখা গেছে। সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও নীতি, কর্মসূচিতে তার কোনো প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি। সরকার প্রকল্পের পর প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে এবং সব সময় অর্থ বরাদ্দ অব্যাহত রেখেছে। সরকার ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে বরাদ্দের ২০ শতাংশ পানি ও স্যানিটেশন খাতে রাখা বাধ্যতামূলক করেছিল।

৫. এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য কী করতে হবে?

বাংলাদেশে পোলিও নির্মূল হয়েছে। টাইফয়েডের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। সারা দেশে আগের মতো ডায়রিয়াজনিত প্রকোপ নেই। ডায়রিয়াজনিত রোগে মৃত্যুও অনেক কমেছে। পয়োব্যবস্থার উন্নতির কারণে কৃমিজনিত রোগ কমেছে। শিশু পুষ্টির উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবণতা । দেশে একসময় সংক্রামক রোগে বেশি মৃত্যু ঘটত, এখন ৬৭ শতাংশ মৃত্যুর কারণ অসংক্রামক রোগ। সংক্রামক রোগের প্রকোপ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ বিশুদ্ধ পানি, উন্নত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। এজন্য কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে।

→ স্থানীয় মানুষকে সম্পৃক্ত করা ও ক্ষমতায়ন এবং তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বিশেষত নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সেবা টেকসই করতে সহায়ক হবে;

→ ওয়াশ সেক্টরে সহায়তা ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে বিশেষ করে দুর্গম এলাকা যেমন-চর, হাওর, উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। প্রতিবন্ধী বা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে;

→ পানি ও স্যানিটেশন সেবা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনে টেকসই আচরণ পরিবর্তনের জন্য সকল সেক্টরের আন্তঃসমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে, রিপোর্টিং, মাননিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পরীবিক্ষণ কাঠামো তৈরি করতে হবে ;

→ দীর্ঘমেয়াদের ওয়াশ সেক্টরের জন্য একটি পরিষেবা মডেল তৈরি করতে হবে যাতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার বাইরেও দেশের উপকূল, প্রান্তের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষটিরও নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়;

→ টেকসই আচরণ পরিবর্তন ও হাতধোয়ার অভ্যাস টেকসই করার জন্য বেসরকারি খাতকে প্রনোদনা দিতে হবে ও কমিউনিটি রেডিওসহ গণমাধ্যমে এর প্রচার বাড়াতে হবে।

তারুণ্যের জয়গান-১

রেডিও সাগরদ্বীপ এর সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করছে

সারাদিন ক্লাস থাকে , স্কুল শেষে বাসায় ফিরে আসতে প্রায় বিকেল হয়ে যায়। সারাদিনের রেডিওর অনুষ্ঠান শোনা সম্ভব হয়ে ওঠে না । কিন্তু সন্ধ্যায় রেডিও সাগরদ্বীপ থেকে প্রচারিত বিদেশী সঙ্গীত ও ইংরেজী শিক্ষার অনুষ্ঠানগুলো শুনি। আমার বেশ ভালো লাগে। কথাগুলো বলছিলেন, তামান্না। তামান্না হাতিয়া শহর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। চরকৈলাস কিশোরী ক্লাব এর সভাপতি এর দায়িত্ব পালন করছে সে। হাতিয়ার মানুষদের সাথে যোগাযোগের এবং প্রয়োজনীয় খবরাখবর পৌঁছানোর এক অন্যতম মাধ্যম হলো রেডিও। তামান্না রেডিও শুনতে পছন্দ করে। বাসায় টিভি না থাকায় রেডিওই তার অবসরের সঙ্গী। বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পড়ালেখার সব তথ্য সে পায় রেডিও শুনে । তামান্না আগামী বছর ২০২৪ এ এসএসসি পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষার জন্য সাজেশন এরও কিছুটা ধারণা সে পায় রেডিও থেকে । বিকেলের অনুষ্ঠান তার জন্য একটা সুযোগ করে দিয়েছে সারাদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর জানার পাশাপাশি বিদেশী ভাষার গান শোনার। রেডিওর অনুষ্ঠান নিয়ে সে তার মাকে নতুন কোনো আবিষ্কারের কথা অথবা কোন মৌসুমে কোন সবজি বেশি পাওয়া যায়, ভিন্ন ধরণের রান্নার রেসিপি, অথবা শরীরের যত্ন কিভাবে নিতে হবে এসব বিষয়ে জানায়।

তারুণ্যের জয়গান-২

স্বেচ্ছাশ্রমে কৃষকের ধান কেটে দিলো ৩নং ওয়ার্ড চরকিং কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা

কৃষকের ধান মাঠে পেকে আছে। কিন্তু শ্রমিকদের মজুরী বেশি হওয়ায় কৃষক তা ঘরে তুলতে পারছেন না। এ কথা জানতে পেরে সাবাজার, ৩ নং ওয়ার্ড, চরকিং এর কিশোর ক্লাবের সভাপতি ফাহাদ ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে দল বেঁধে ঐ কৃষকের ধান কেটে দিয়েছে।

এ ঘটনা হাতিয়া দ্বীপের চরকিং এর স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হোসেনের (৭০) । জমি ধান চাষই তার আয়ের প্রধান উৎস কিন্তু জমিতে কাজে সহায়তা করার কেউ নেই। নিজেরও বয়স হয়েছে। আর্থিকভাবে এতোটা স্বচ্ছল নন যে, দিনমজুর খাটিয়ে জমির ধান কাটাবেন। আনোয়ার হোসেনের এই অবস্থার কথা জানতে পেরে ফাহাদ স্থানীয় ১২ জন সদস্যকে নিয়ে প্রায় ২ বিঘা জমির ধান কেটে দেন। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল দেয়ার পর ফাহাদ ও তার বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়া কিশোর কিশোরী ক্লাবের বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারণায়ও অংশ নিচ্ছেন।

আইআরএমপি প্রতিনিধিদলের ইনক্লুসিভ রিস্ক মিটিগেশন প্রকল্প পরিদর্শন

জাপান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল গত ২৫-২৭ জানুয়ারি ২০২৩ ইনক্লুসিভ রিস্ক মিটিগেশন প্রকল্প (আইআরএমপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কর্ম এলাকা হাতিয়া উপজেলা, নোয়াখালীতে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন মি. তাইসুকে তোকুওকা-(টিম লিডার, আইআরএমপি,) মি. অয়াগী কেইতারো - আরসিটি (Randomized Control Trial) এক্সপার্ট, আইআরএমপি ও মো: বেলাল হোসেন - এমআইএস কোঅর্ডিনেটর, আইআরএমপি, বাংলাদেশ। তাদের এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, হাতিয়ায় "সাইক্লোন সহিষ্ণু বাড়ি" এর উপর সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামী দিনে বন্যা, ঝড় জ্বলোচ্ছাসের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়বে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রয়োজন নতুন চিন্তা ও প্রযুক্তি। কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা ও জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা উপকূলের ক্ষতিগ্রস্থ এ সকল মানুষের কাছে সাইক্লোন সহিষ্ণু বাড়ির উপযোগিতা / চাহিদা কতটুকু তার উপর একটি জরিপ করেন আইআরএমপি প্রতিনিধিদল।

নিঝুম দ্বীপে চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শসভায় চিকিৎসক তাসাকেনি সাফায়াত মুমু
গর্ভধারণের পর থেকেই গর্ভবতী মায়ের বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন

গর্ভবতী মায়ের যত্ন, নিরাপদ মাতৃত্ব, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জন্মবিরতিকরণ পরিকল্পনা ও কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে গত ১৬ই জানুয়ারি ২০২৩ হাতিয়া উপজেলার নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়নে একটি পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত চিকিৎসক তাসাকেনি সাফায়াত মুমু, জেনারেল প্রাক্টিশনার, উরাঙান মেডিকেল সেন্টার সভাটি পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের সকল কর্মকর্তা, স্থানীয় গর্ভবতী ও প্রসূতি মাসহ শিশু, সদ্য বিবাহিত নারী, কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসক বলেন, সকল গর্ভাবস্থাই কম-বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই গর্ভধারণের পর থেকেই গর্ভবতী মায়ের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। এতে সঠিক সময়ে জটিলতা ছাড়া একটি সুস্থ শিশু জন্মগ্রহণ করতে পারে। তাই এ সময় মায়ের সুষম খাদ্য গ্রহণ যেমন, দুধ ডিম, সামুদ্রিক মাছ, মাংস, সবুজ শাকসবজি, ফল এবং প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ গ্লাস পানি পান করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়ম মেনে ফলিক এসিড ও আয়রন বড়ি খেতে হবে।

এছাড়া গর্ভাবস্থার আগে যদি টিকা না দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই ৫ম/৬ষ্ঠ মাসে একটি টিটি টিকা এবং ১ মাস পর আরও একটি টিকা দিতে হবে। গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চেকআপ করতে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন কমপক্ষে ৪ বার চেক আপ করাতে হবে।

মা-বাবা, স্কুল শিক্ষক, উপস্থিত স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের উদ্দেশ্যে ডাক্তার বলেন, বয়ঃসন্ধিকাল মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় তার মধ্যে কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে। যেমন, আবেগপ্রবণ হওয়া, লজ্জাবোধ করা, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়া, নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রবনতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, চাঞ্চল্য ভাব, শারীরিক পরিবর্তন, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তৈরি, মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক ইত্যাদি। এইক্ষেত্রে অভিভাবক, শিক্ষকদের তাদের ছেলে মেয়েদের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে বিষয়গুলোকে সহজ করে দিতে হবে।

জাইকা প্রতিনিধিদলের দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৪ জানুয়ারি ২০২৩ জাপান আন্তর্জাতিক কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা- JICA) এর প্রধান প্রতিনিধি ইসিগুচি তোমোহিদে ও সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার আনিসুজ্জামান চৌধুরী, জাইকা হাতিয়া উপজেলা পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনকালে তাঁরা জাইকার অর্থায়নে নির্মিত ২টি সাইক্লোন শেল্টার, হাতিয়া উপজেলা হাসপাতাল ও রেডিও সাগরদ্বীপ ৯৯.২ এফএম পরিদর্শন করেন।

সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ৭০' এর বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জাপান সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকার অর্থায়নে শতাধিক সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সিরাজিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মদনখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় তথা স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার। দুর্যোগকালীন সময়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হাতিয়ার মানুষের নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ পরবর্তী ও যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষ্যে এই সকল অবকাঠামো নির্মিত হয়। পরিদর্শন কালে তারা এই বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টারগুলোর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং হাতিয়া উপজেলার সাইক্লোন শেল্টার কমিটির সাথে সার্বিক বিষয়সমূহ নিয়ে বৈঠক করেন।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে জাইকা ও বিএইচএন এর সহযোগিতায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত রেডিও সাগরদ্বীপ ৯৯.২ এফএম এর যাত্রা শুরু। জাইকার প্রতিনিধি দল ভ্রমণকালে রেডিও সাগরদ্বীপের কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা হিসেবে জাইকার দেওয়া ২০টি বেড, অক্সিজেন কন্সেন্ট্রেটর, অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহৃত উপকরণের কার্যকারিতাও পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার , স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাইক্লোন শেল্টার ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে বৈঠক করেন।

সম্পাদনা পর্ষদ :
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম
মোঃ হুমায়ুন কবির সিকদার, অন্তরা তালুকদার
প্রকাশনায় : দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা,
প্রধান কার্যালয় : ২৪/৫ মল্লিকা, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ই-মেইল : dus.eddus@gmail.com , dusdhaka@gmail.com
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৮১১০৩৬২

নির্বাহী সম্পাদক : বাসন্তি সাহা
সহযোগিতা : গোলাম কিবরিয়া, তাছনিম বিনতে মুখলিছ, আফসার হোসেন সাজনীন সিফাত
আঞ্চলিক কার্যালয় : শান্তি নিবাস, দেলোয়ার কমিশনার রোড, সোনাপুর, সদর নোয়াখালী
ফোন : +৮৮০ ৩২১ ৬৩২৩৫
ফাউন্ডেশন অফিস : ছৈয়দিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী।
মোবাইল : ০১৭১২৭০৮০৮৫

নিজের চোখের যত্ন নিন। অন্যের চোখকে ভালো রাখতে সহযোগিতা করুন।